ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 76 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩২ ● কলকাতা ● ০৯ ভাদ্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৬ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ওম সাই রাম
সুপ্রভাত

পর্ব 39

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জীবনে সব মানুষকে আধ্যাত্মিক প্রগতির সমান সুযোগ পরমাত্মা দেন, কিন্তু মানুষের নেওয়ার ক্ষমতা আলাদা আলাদা হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সমান সুযোগ প্রাপ্তহয়।"

"প্রকৃতি পরমাত্মার নিজের রচনা। সেইজন্য দুয়ের মধ্যে এই সমানতার সমানতা দেখা যায়। সেইজন্যই দেখা যায় যে জঙ্গলে সর্বদা নানা রকমের বৃক্ষ পাওয়া যায় আর জঙ্গল প্রকৃতির দাঁড়ায় নিমিত্ত হওয়ার কারণে পরিবেশে এক সন্তলন বানিয়ে রাখে। এক জঙ্গলের বিকশিত হতে শত শত বছর লাগে, কিন্তু জঙ্গল নষ্ট তো অল্প সময়েও হতে পারে। জঙ্গল মানুষকে দেওয়া প্রকৃতির এক অনুপম উপহার।

ক্রমশঃ

হুমকির পরই নদীতে পাওয়া গেল সাংবাদিকের মৃতদেহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জোরপূর্বক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। তারপরও হুমকি পাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের এক বর্ষীয়ান সাংবাদিকের মৃতদেহ উদ্ধার হল মেঘনা নদী থেকে। মৃত সাংবাদিকের নাম বিভুরঞ্জন সরকার। মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই রহস্যজনক মৃত্যুর পিছনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলমের হুমকি ও চাপকে দায়ী করা হচ্ছে।এদিকে, সাংবাদিক ইউনিয়নগুলি এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন নেতা বলেন, "আমরা এই নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। একজন সাংবাদিককে নিবন্ধ প্রকাশের জেরে হুমকি দেওয়া হবে এবং তাঁর লাশ নদীতে পাওয়া যাবে, এটা কোনও সভ্য দেশে চলতে পারে না।"

প্রয়াত বিভুরঞ্জন সরকারের ছেলে বলেন, "আমার বাবা কোনও অন্যায় করেননি। তিনি শুধু নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যারা ফোনে

এরপর ৫ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

- Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.
- Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

আজ সাত সকালে ইডি আনায় গ্রেফতার করা হয় বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহার

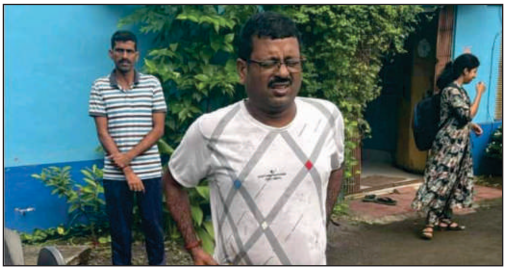

বেবি চক্রবর্ত্তী

বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে একেবারে সাংসদ পর্যন্ত সকলের সম্পত্তির পরিমান বিদ্যুৎ গতিতে বেড়েছে চেয়ারে বসার পরে। বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ আবার তা প্রমাণ করলেন। তথ্য বলছে,২০২৩ সালের ১৭ এপ্রিল জীবনকৃষ্ণ গ্রেফতার হন সিবিআইয়ের হাতে। এরপর ২০২৪ সালে জামিনে মুক্ত হন। এরপর এদিন ইডি গ্রেফতার করে তাঁকে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়এঞার আন্দির পর বড়এঞার মহিশগ্রামে বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্মী রাজেশ ঘোষের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রীতিমতো কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাঁর বাড়ি থেকে একাধিক নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালায় রঘুনাথগঞ্জে। যদিও জীবনকৃষ্ণ সাহা, যে টাকার হিসাব দিয়েছেন তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ সকলের। বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার সময়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় লিখেছেন, তাঁর হাতে ছিল ৩৬ হাজার ৩১০ টাকা। স্ত্রী টগরীর হাতে ছিল ৮ হাজার ২৮০ টাকা। এখন তৃণমূল বিধায়কের মোট আটটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যেগুলিতে রয়েছে যথাক্রমে ৫ লক্ষ, ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৪১১ টাকা, ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৬৯ টাকা, ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯৬৪ টাকা, ৪০ লক্ষ ৬ হাজার ৪১২ টাকা, ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৪ টাকা, ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৯০ টাকা এবং ১০ হাজার টাকা। স্ত্রীর নামে রয়েছে চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। সেগুলিতে রয়েছে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১০১ টাকা, ১ লক্ষ ৬ হাজার ৩০৭ টাকা, ২৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৪২ টাকা এবং একটি অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১০৮ টাকা। জীবনকৃষ্ণ সাহার নামে রয়েছে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার একটি স্করপিও, ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫০০ টাকার একটি সুইফট ডিজায়ার, ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকার একটি অল্টো এবং ২১ হাজার টাকার একটি বাজাজ বাইক। তাঁর নামে রয়েছে ১৫ গ্রাম সোনা, স্ত্রীর নামে রয়েছে ৬০ গ্রাম সোনা। পোস্টাল সেভিংস থেকে মিউচুয়াল ফান্ড, জীবনকৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রীর বিনিয়োগ রয়েছে একাধিক। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ২০২১ সালের হলফনামা অনুযায়ী জীবনকৃষ্ণ সাহার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৪৯ টাকা ১১ পয়সা।

সকাল হতেই হঠাৎ করে হাইকোর্ট চত্বরে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ১১ টা নাগাদ হঠাৎই তিনি আদালত চত্বরে যান। কেন তিনি হাইকোর্টে গেলেন, তা নিয়ে জল্পনা চলতে থাকে। পরে আদালত সূত্রে জানা যায়, ডায়মন্ড হারবারে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের ইলেকশন পিটিশনের পাল্টা হলফনামা জমা দিতে চলেছেন অভিষেক।

তার আগে নথিতে সই করতে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।গত লোকসভা নির্বাচনের পর

এরপর ৪ পাতায়

এবার নিউটাউন চত্বরে বাড়ি খুঁজছে বঙ্গ বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লক্ষ্য ছাব্বিশের নির্বাচন। বাংলার বুকে নিজেদের মাটি শক্ত করতে মরিয়া এবার ঘাঁটি বদলের সিদ্ধান্ত নিল বঙ্গ বিজেপি। নিউটাউন চত্বরে খোঁজ চলছে বিরাট বাড়ির। এমন একটা ঠিকানার খোঁজে বঙ্গ বিজেপি, যার ছাদে থাকবে হেলিপ্যাডও। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭ টি আসন জিতেছিল বিজেপি। পরবর্তীতে একাধিক বিধায়ক দলবদল করায় বাংলায় আসন সংখ্যা কমেছে পদ্মশিবিরের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসন বাড়াতে মরিয়া বিজেপি। বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এবং রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে খবর, ২০২৫ সালে প্রত্যেক সাংগঠনিক বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর একটি করে জনসভা হবে। ইতিমধ্যেই তিনটি সভা করেছেন মোদি। শোনা যাচ্ছে, মহালয়ার ঠিক আগেরদিন অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বরে নবদ্বীপে একটি জনসভা করবেন তিনি। পুজোর পর জোরকদমে চলবে প্রচার। মোদি ও শাহ একাধিক বৈঠক করবেন বাংলায়। যদিও সফরের দিনক্ষণ এখনও নিশ্চিত করেনি বিজেপি। বর্তমান বিজেপির সদর দপ্তর সেক্টর ফাইভ। তবে জায়গা সেখানে বেশ কম। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে কর্মী। ছাব্বিশের আগে স্বাভাবিকভাবেই নানারকম রণকৌশল নিয়েছে পদ্মশিবির। রাজ্যজুড়ে টানা প্রচার চালাবেন মোদি-শাহ। শহরে আসবেন একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা। সবমিলিয়ে প্রয়োজন বড় ঠিকানা। সেই কারণেই এবার নিউটাউন চত্বরে বাড়ি খুঁজছে বঙ্গ বিজেপি। জানা গিয়েছে, সুবিশাল এলাকার বাড়িতে থাকতে হবে বিরাট পার্কিং, সঙ্গে হেলিপ্যাড থাকা আবশ্যক। কারণ, ৪ থেকে ৫ টি হেলিকপ্টার প্রচারের কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। যদিও এখনও নতুন ঠিকানার হদিশ মেলেনি বলেই খবর।

নতুন মুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই
সারাদিন
নিবেদিত ওয়েব সিরিজ শুটিং শুরু হবে
কালচক্র
নতুন মুখদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে
অডিশন না দিয়ে অভিনয় সুযোগ পেতে হলে যোগাযোগ করুন পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সরদার-এর সাথে
যোগাযোগ নম্বর : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সমস্ত সুন্দরবন ঘুরে দেখতে চান
সুন্দরবনের বেড়াতে যাওয়ার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
"থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে"
স্বল্প খরচে ছোট ছোট ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন
মিতাশ্রী ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
মোবাইল : 9564382031

প্রয়াত অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

আবার দুঃখের হাওয়া টলিপাড়ায় ও রাজনৈতিক মহলে। প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ অর্থাৎ সোমবার সকাল ১১টা ৩৫ নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন বিজেপি নেতা-অভিনেতা। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি সম্প্রতি শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। অভিনয়ের পাশাপাশি জয় রাজনীতিতেও নাম লিখিয়েছিলেন। ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য। তাঁর আরেক পরিচয় তৃণমূল কাউন্সিলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্বামী। রয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা। ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ১৭ অগাস্ট তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়।

১৯৬৩ সালের ২৩ মে জন্ম জয়ের। প্রথম থেকে তিনি অভিনয় পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনেতা হিসেবে তাঁর কেরিয়ার শুরু 'অপরূপা' ছবি থেকে। তাঁর বিপরীতে নায়িকা ছিলেন দেবশ্রী রায়। প্রথম ছবি থেকেই ইন্ডাস্ট্রির নজরে পড়েছিলেন সুপুরুষ জয়। তবে পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'চপার' ছবিতে অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা পান জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নয়ের দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর হীরক জয়ন্তী ছবি বক্স অফিসে তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। প্রশংসিত হয় জয় ও চুমকি চৌধুরীর জুটিও। এমনকী, টলিপাড়ায় রটে যায় চুমকি ও জয়ের প্রেমগুঞ্জনও। বাংলায় একাধিক হিট ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন জয়। ‘নাগমোতি’, ‘আমরা’র মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেছেন জয়। তবে বেশ কয়েক বছর অভিনেতা বড়পর্দা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সংবিধান (১৩০-তম সংশোধনী) বিল ২০২৫ সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রীর মতামত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট, ২০২৫

একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সংবিধান (১৩০-তম সংশোধনী) বিল ২০২৫ সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বাস, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রী জেলে থেকে সরকার চালাতে পারে না বলে তিনি জানান। সংবিধান (১৩০-তম সংশোধনী) বিল ২০২৫-এর সংস্থান রয়েছে যে কোনও গুরুতর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও মন্ত্রী গ্রেপ্তারের পর ৩০ দিনের মধ্যে জামিন না পেলে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তা যদি করা না হয়, আইনগত বাধ্যবাধকতায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি সেই পদ থেকে সরে যাবেন। তিনি বলেন, নির্বাচিত সরকারের পক্ষ থেকে এই সংবিধান সংশোধনী বিলকে সভায় পেশ করতে বিরোধীদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

শ্রী শাহ আরও বলেন, যৌথ সংসদীয় কমিটিতে এই সংবিধান সংশোধনী বিলটিকে পাঠাতে তিনি নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন। এই বিল পাশের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দরকার। সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই এই বিলের পক্ষে মত দেওয়া উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বিল বা সংশোধনী বিলকে সভায় পেশ করতে না দেওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের পক্ষে যথার্থ আচরণ নয় বলেই তাঁর মত। তিনি বলেন, সংসদের উভয় সভাতেই বিতর্ক বা আলোচনা হতে পারে, তবে তা হৈ-হট্টগোল করার জায়গা নয়। কোনও বিলকে পেশ করতে না দেওয়া গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় নয় বলে তিনি মনে করেন। এজন্য বিরোধী দলকে দেশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, এই বিল কোনও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে নয়। এই বিলের ছত্রছায়ায় বিজেপি শাসনাধীন সরকারগুলিও আসবে। বিরোধী দল জনসাধারণকে এই নিয়ে বিভ্রান্ত করছে বলে তিনি জানান। ৩০ দিনের মধ্যে জামিন হলে পদ হারাতে হবে না বলেও বিলে সংস্থান রয়েছে। এছাড়া কোনও ভুয়ো মামলায় দেশের আদালত জামিন মঞ্জুর করতে পারে। তিনি বলেন, হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের মামলায় জামিন মঞ্জুর করার অধিকার রয়েছে। তবে জামিন না হলে ব্যক্তিকে পদ ছাড়তে বাধ্য থাকতে হবে। জেলে থেকে কোনও মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী সরকার চালাতে পারেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। ৩০ দিন পরে যদি মামলায় জামিন মঞ্জুর হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি পুনরায় সেই পদে ফিরতে শপথ নিতে পারেন।

তিনি বলেন, কারাবাসের সংস্থান আমাদের সরকার করেনি। বছরের পর বছর ধরে তা চলে আসছে। ১৩০-তম

এরপর ৬ পাতায়

অত্যাধুনিক স্টেলথ ফ্রিগেটস উদয়গিরি এবং হিমগিরিকে জলে ভাসাতে চলেছে ভারতীয় নৌ-সেনা

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট, ২০২৫

অত্যাধুনিক স্টেলথ ফ্রিগেটস উদয়গিরি এবং হিমগিরিকে জলে ভাসাতে চলেছে ভারতীয় নৌ-সেনা। এই উপলক্ষ্যে ২৬ অগাস্ট বিশাখাপত্তনমের নৌ-বাহিনী কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং। দুটি ভিন্ন জাহাজ কারখানায় তৈরি দুটি প্রথম সারির যুদ্ধ জাহাজকে এই প্রথম একসঙ্গে জলে ভাসানো হচ্ছে।

এই দুটি জাহাজই অত্যাধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত। সমুদ্রে যে কোনও ধরনের সামরিক সক্রিয়তায় এরা সক্ষম।

উদয়গিরি তৈরি হয়েছে মুম্বাইয়ের মাঝগাঁও ডকে। হিমগিরি তৈরি হয়েছে কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স সংস্থায়। উদয়গিরি এই ধরনের সবচেয়ে দ্রুতগামী জাহাজ।

জাহাজ দুটির নামকরণ হয়েছে পূর্ববর্তী আইএনএস উদয়গিরি এবং আইএনএস হিমগিরির কথা মাথায় রেখে। ঐ দুটি জাহাজ ৩০ বছর ভারতীয় নৌ-সেনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন জাহাজ দুটির যন্ত্রাংশের ৭৫ শতাংশই দেশজ। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে আত্মনির্ভর ভারত কর্মসূচির সার্থক প্রয়োগ এই জাহাজ দুটির মাধ্যমে প্রতিফলিত।

সম্পাদকীয়

ভারত – ফিজি যৌথ বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ফিজি সাধারণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি রাবুকা ২৪ – ২৬ অগাস্ট ভারত সফরে এসেছেন। ঐ পদে আসীন হওয়ার পর, এই প্রথম নতুন দিল্লি এলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল।

ফিজির প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গে থাকা প্রতিনিধিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই নেতার বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা দিক উঠে আসে। প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কৃষিজ প্রক্রিয়াকরণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, সমবায়, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব আরও সুদৃঢ় করার কথা বলেন তাঁরা। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন।

দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় দুই নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০২৪ সালের অগাস্টে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর ফিজি সফর এবং ঐ দেশে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের সফল আয়োজনের কথা উল্লেখ করেন তাঁরা।

দু'দেশের সুদীর্ঘ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তাঁরা ফিজির বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গঠনে গিরমিটিয়া গোষ্ঠী, অর্থাৎ ১৮৮৯ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে শ্রমিক হিসেবে ফিজিতে যাওয়া ৬০ হাজারেরও বেশি ভারতীয়র অবদানের কথা বলেন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ষষ্ঠ বিদেশ দপ্তর সম্মেলনের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন দুই নেতা।

সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সম্মত হয়েছে উভয় দেশ। পহলগাঁও জঙ্গী হামলার কড়া নিন্দা করেছেন তাঁরা। মৌলবাদের প্রসার রোধ এবং জঙ্গীদের হাতে অর্থের সংস্থান বন্ধ করা এই সময়ের দাবি বলে তাঁরা মনে করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে দায়বদ্ধতার কথা জানান দুই নেতা। এ প্রসঙ্গে ভারতের লাইফ কর্মসূচির প্রসঙ্গও উঠে আসে। আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং বিপর্যয় প্রতিরোধী পরিকাঠামো সংক্রান্ত জোটে সদস্য হিসেবে ফিজির অন্তর্ভুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সন্তোষ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সৌর জোট ব্যবস্থাপনার আওতায় ফিজির ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে একটি বিশেষ কেন্দ্র গড়ে উঠছে। কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রিজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার – সিডিআরআই এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্সের মঞ্চে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়গুলি উঠে আসে।

জৈব জ্বালানীর প্রসারে দুই নেতা তাঁদের দায়বদ্ধতার কথা জানান। পরিবেশ-বান্ধব জৈব জ্বালানী উৎপাদনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আরও বাড়িয়ে তোলার প্রভূত সম্ভাবনা আছে বলে ভারত ও ফিজি মনে করে। ফিজি সরকার সেদেশে ভারতীয় ঘৃত'কে বিপণনের অনুমতি দেওয়ায় ফিজি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ভূগর্ভস্থ জলের সরবরাহ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দু'দেশের যৌথ প্রকল্পের কথাও উঠে আসে বৈঠকে।

একটি সার্বিক ভারত – প্রশান্ত মহসাগরীয় অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দুই নেতা জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সহযোগিতা কাঠামোর গুরুত্ব তুলে ধরেন তাঁরা।

১৩ অগাস্ট ফিজিতে দু'দেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মী গোষ্ঠীর বৈঠকের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁদের আলোচনায়। জেনেরিক ওষুধ সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসারে ভারত, ফিজিকে সহায়তা করতে প্রস্তুত বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন।

প্রতিরক্ষা খাতে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ায় সম্প্রতি গতি এসেছে বলে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ২০১৭'য় স্বাক্ষরিত সমঝোতার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যৌথ কর্মী গোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকের বিষয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন দুই নেতা। রাষ্ট্রসংঘের শান্তি রক্ষী বাহিনী, জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বৃদ্ধিতে কাজ করবে দুই দেশ। ভারতের সহায়তায় ফিজিতে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনা অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয় বলে ভারত ও ফিজি মনে করে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

কালীঘাট মন্দির দেখেন নি এমন হয় না। মায়ের ভক্তরা বিশ্বাস করে যে কালী ঠাকুর কখনও তাঁর ভক্তদের খালি হাতে ফেরান না।

তবে কালীঘাটের কালী মন্দির কবে সৃষ্টি হল সে ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে আমরা সকলেই জানি প্রাচীন কলকাতার অন্যতম একটি দর্শনীয় পীঠস্থান হল কালীঘাটের মন্দির। ঐতিহাসিক ভাবে এই কালীঘাট অঞ্চলটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শোনা যায় এই কালীঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নাকি খুব জাগ্রত। তাই প্রতিদিন বহু দূরদূরান্ত থেকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সকাল হতেই হঠাৎ করে হাইকোর্ট চত্বরে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন সেই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। ওই মামলায় নিজের বক্তব্য জানানোর জন্য আগেই সময় চেয়েছিলেন অভিষেকের আইনজীবী। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে প্রায় ৭ লক্ষ ১১ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন অভিষেক। ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৩০ ভোট পেয়েছিলেন তিনি, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অভিজিৎ দাস পান ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০০ ভোট। তিনি অভিযোগ করেন, "ভোটের নামে ডায়মন্ড হারবারে প্রহসন হয়েছে।" সাম্প্রতিককালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুটি আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।কিছুদিন আগেই বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় নিয়ে বিস্ফোরক এই একই অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ করেছিলেন, ডায়মন্ডহারবারে কয়েক লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। এরপরই অবশ্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি পেনড্রাইভে তথ্য নিয়ে অনুরাগ ঠাকুরের বাড়িতে পৌঁছন। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আবার যখন শুভেন্দু অধিকারী একই ইস্যুতে সোচ্চার হন। যদিও অনুরাগ ঠাকুরের এহেন অভিযোগের দুদিনের মধ্যেই অভিষেকের প্রতিনিধি দল পেন ড্রাইভে সমস্ত তথ্য সম্বলিত ভিডিয়ো ডেটা দিয়ে এসেছিলেন বলে দাবি তৃণমূলের।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"চণ্ডরোষণ।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা তান্ত্রিকদিগের অতি প্রিয় এবং ইঁহার নামে পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। ইঁহার বর্ণ পীত এবং আকৃতি ভীষণ। ইঁহার মুখ একটি ও হাত দুইটি এবং ইনি শক্তির সহিত একত্রে বিরাজ করেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

হুমকির পরই নদীতে পাওয়া গেল সাংবাদিকের মৃতদেহ

হুমকি দিয়েছে, যারা বাবাকে চাকরি থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছে, তারাই আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে। আমরা আর কিছু চাই না, শুধু এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। প্রধান উপদেষ্টার কাছে আমাদের আকুল আবেদন, তিনি যেন এর সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করেন।"মৃত্যুর আগে তাঁকে জোরপূর্বক ছুটিতে পাঠানো এবং ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৪ অগস্ট। বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমে 'ইতিহাসের ঘটনাবহুল আগস্ট' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। যার দায়িত্বে ছিলেন বিভুরঞ্জন সরকার। অভিযোগ উঠেছে, সেই নিবন্ধে সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত থাকায় ক্ষুব্ধ হন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম।

অভিযোগ অনুযায়ী, শফিকুল আলম এরপর ওই পত্রিকার সম্পাদককে সরাসরি ফোন করে পত্রিকার লাইসেন্স বাতিল ও গোয়েন্দা সংস্থা লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। একইসঙ্গে তিনি আটজন সাংবাদিকের একটি তালিকা দিয়ে তাদের 'ফ্যাসিস্টের দোসর' আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে চাকরিচ্যুত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

এই চাপের মুখেই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বর্ষীয়ান সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠায় এবং অনলাইন সংস্করণ থেকে নিবন্ধটি সরিয়ে ফেলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভুরঞ্জন সরকারের একজন সহকর্মী বলেন, "বিভুদা (বিভুরঞ্জন সরকার) ছিলেন একজন আপাদমস্তক পেশাদার সাংবাদিক। শেষ দিনগুলোতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে যেভাবে অপমান করে ছুটিতে পাঠানো হয় এবং হুমকি দেওয়া হয়, সেটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। এটা শুধু একটা মৃত্যু নয়, এটা একটা ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড।"

প্রয়াত সাংবাদিকের লেখা খোলা চিঠি থেকে জানা যায়, ছুটিতে পাঠানোর পরও তাঁকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন জানতে চেয়ে তিনি সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এর কিছুদিন পরই মেঘনা নদী থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একজন প্রবীণ সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়ার মতো ঘটনা। যদি একটি নিবন্ধ ছাপানোর জন্য একজন বর্ষীয়ান সাংবাদিককে এভাবে জীবন দিতে হয়, তবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আজ বিভুরঞ্জন গেছেন, কাল আমাদের পালা আসবে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।"

একই সুরে একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী বলেন, "বিভুরঞ্জন সরকারের ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন নয়। এটি দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর চলমান আক্রমণের একটি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত। যখন গণমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়, তখন পুরো সমাজই অনিরাপদ হয়ে পড়ে। এই মৃত্যু রাষ্ট্রের বিচারহীনতার সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। আমরা অবিলম্বে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানাচ্ছি।"

নারী শক্তি থেকে বিকশিত ভারত : ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের কাহিনিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা

নতুন দিল্লি, ২৫ অগাস্ট , ২০২৫

২০৪৭ এর মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণ করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ দেশের ৭০ শতাংশ মহিলার কর্মে যোগদান নিশ্চিত করা। দেশের অগ্রগতির জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং বর্তমানে ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি রূপান্তরকারী পরিবর্তনের সাক্ষী হচ্ছে। বর্তমানে মহিলারা চিরাচরিত ভূমিকায় আবদ্ধ না থেকে তাঁরা বাধা ভাঙছেন এবং দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন। গ্রামীণ উদ্যোগপতি থেকে কর্পোরেট মহিলা ভারতের বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পিএলএফএস-এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার ২০১৭-১৮-এ ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ –এ হয়েছে ৪০.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, বেকারত্বের হার ২০১৭-১৮-র ৫.৬ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪-এ হয়েছে ৩.২ শতাংশ। এই পরিবর্তন আরও বেশি করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গ্রামীণ ভারতে। যেখানে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৬ শতাংশ। এই একই সময়ে শহরাঞ্চলে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহিলা স্নাতকদের কাজ পাওয়ার সুযোগ ২০১৩-র ৪২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-এ হয়েছে ৪৭.৫৩ শতাংশ। স্নাতকোত্তর এবং তদূর্ধ্ব মহিলাদের মধ্যে কাজ পাওয়ার

এরপর ৬ পাতায়

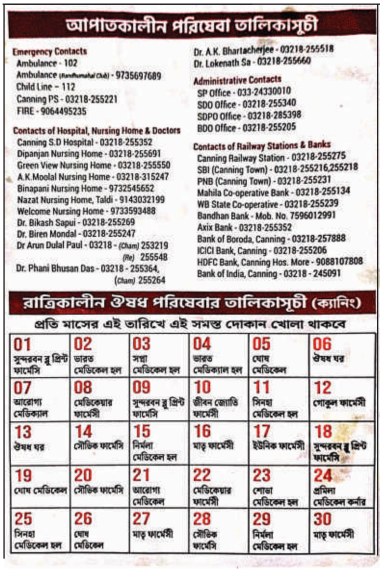

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সস্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

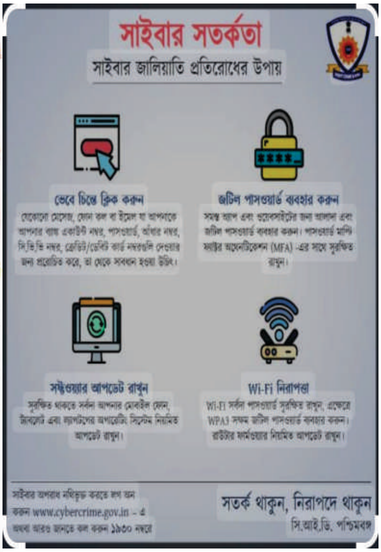

যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা সাহায্য জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

(৫ পাতার পর)

নারী শক্তি থেকে বিকশিত ভারত : ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের কাহিনিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা

সুযোগ ২০১৭-১৮-য় ৩৪.৫ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ –এ হয়েছে ৪০ শতাংশ।

ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৫ অনুযায়ী প্রায় ৫৫ শতাংশ ভারতীয় স্নাতক ২০২৫-এ বিশ্বে কর্মযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই হার ২০২৪-এ ছিল ৫১.২ শতাংশ।

সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মে যোগদানও বেড়েছে। গত ৭ বছরে ১.৫৬ কোটি মহিলা সংগঠিত ক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন। ই-শ্রমে অগাস্ট পর্যন্ত ১৬.৬৯ কোটির বেশি মহিলাদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ফলে তাঁরা ভারত সরকারের বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছেন।

ভারত নারী উন্নয়ন থেকে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে রূপান্তরিত হয়েছে

ভারত সরকারের প্রয়াসে মহিলা উদ্যোগপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। জাতীয় স্তরে ১৫ টি মন্ত্রকের ৭০ টি কেন্দ্রীয় কর্মসূচি এবং রাজ্যস্তরে ৪০০র বেশি কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে মহিলা উদ্যোগপতিদের সাহায্যদানের ওপর। পিএলএফএস তথ্যে দেখা যাচ্ছে মহিলা স্বনিযুক্তি ২০১৭-১৮-র তুলনায় ২০২৩-২৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশ। প্রকৃতই মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছেন।

গত এক দশকে জেন্ডার বাজেট ৪২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী উন্নয়ন থেকে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নে রূপান্তরের এ এক বড় প্রমাণ।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্প প্রাণবন্ত পরিবেশ লালন করছে। ডিপিআইআইটি নথিভুক্ত স্টার্টআপের প্রায় ৫০ শতাংশেরই একজন মহিলা ডিরেক্টর। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। নমো ড্রোন দিদি এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

মহিলাদের স্বনিযুক্তি বৃদ্ধির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি পিএম মুদ্রা যোজনা। মোট মুদ্রা ঋণের ৬৮ শতাংশ পাচ্ছেন মহিলারা। একইরকমভাবে পিএম স্বনিধিতে প্রায় ৪৪ শতাংশ সুবিধা প্রাপকই মহিলা ভেন্ডর।

এছাড়া মহিলা পরিচালিত অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পগুলি অর্থনৈতিক প্রসারতার গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। ২১ অর্থ বছর থেকে ২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৮৯ লক্ষের বেশি অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে মহিলাদের জন্য। ২০১০-১১-য় মহিলা মালিকানাধীন সংস্থার হার ১৭.৪ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ –এ বেড়ে হয়েছে ২৬.২ শতাংশ। মহিলা পরিচালিত এমএসএমই-র সংখ্যা ২০১০-১১-য় এক কোটি থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ২০২৩-২৪ এ হয়েছে ১.৯২ কোটি ।

নারী শক্তি ভারতকে চালনা করছে বিকশিত ভারতের পথে

মহিলারা এখন আর শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী নয়, তারা ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মেরুদণ্ড। বর্তমানে মহিলারা উন্নয়নের পথে যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং মোদী সরকার শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোগপতিত্ব এবং একই রকম কাজের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে নারী শক্তির ক্ষমতায়নের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ।

(৩ পাতার পর)

একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সংবিধান (১৩০-তম সংশোধনী) বিল ২০২৫ সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রীর মতামত

সংবিধান সংশোধনীতে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ৫ বছর বা তার বেশি সময় যে শাস্তির সংস্থান রয়েছে তাতে সেই ব্যক্তি পদত্যাগ করতে বাধ্য। ৫ বছর জেলে থেকে কোনও মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীর সরকার চালানো সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, ভারতে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে এখনও যে সংস্থান রয়েছে তাতে কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি ২ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য জেলে থাকলে সাংসদ হিসেবে পদ খোয়াতে হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে।

শ্রী শাহ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বহু নেতা, মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং কারাবাসে গেছেন। বর্তমানে এমন একটা ধারা তৈরি হয়েছে, যে জেলে যাওয়ার পরও তাঁরা পদত্যাগ করছেন না। তামিলনাড়ুর কয়েকজন মন্ত্রী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রী জেলে গিয়েও পদত্যাগ করেননি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে কী সরকারের সচিব, পুলিশের মহানির্দেশক বা মুখ্যসচিবকে জেলখানায় হাজির হয়ে তাদের নির্দেশ নিয়ে আসতে হবে? এই বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের এবং এ নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে এই সংবিধান সংশোধনের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছেন। প্রধান বিরোধী দলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ৩৯-তম সংবিধান সংশোধন এনে নিজেকে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির মতন আইনের এর পরিধির আওতার বাইরে নিজেকে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী এই সংবিধান সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রী জেলে গেলে তাঁর পদত্যাগ বাধ্যতামূলকভাবে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে আদালতেরও বিলম্বের কোনও কারণ নেই। কারণ আদালত অবিলম্বেই তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আমাদের দেশের আদালত আইনের গুরুত্ব বোঝে। ফলে এক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, প্রধান বিরোধী দলের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কথা মানায় না। কারণ, তাদের সময় কম করে ১২টি মামলার বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশের পর সিবিআই তদন্ত হয়েছে এবং অনেককে আটক করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের ক্ষেত্রে সংসদের যৌথ সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তের পরেও যদি কোনও দল বিরোধীতার পথেই হাঁটেন, তাহলে সরকারের কাছে এই বিল পেশ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প থাকবে না। এই বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হবে বলেও তিনি জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কেউ যদি দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত থাকেন তাহলে গ্রেপ্তার হতে হবে, জেল হবে এবং পদত্যাগ করতে হবে।

শ্রী শাহ বলেন, বিরোধী দলের নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া সাজে না। সিবিআই যখন তাঁকে অভিযুক্ত হিসেবে সমন পাঠিয়েছিল তার ঠিক পরের দিন তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। এরপর মামলা চলে, এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত হন। ওই জাতীয় কোনও বিষয়ে তিনি জড়িত না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশত তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল। ৯৬ দিনে তিনি জামিন পেলেও তারপর কিন্তু রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি আর শপথ নেননি। কেবলমাত্র তাই নয়, যাবতীয় মামলা খারিজ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনও সাংবিধানিক পদও গ্রহণ করেন নি বলে জানান।

শ্রী শাহ বলেন, নৈতিক বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ে নির্দিষ্ট হয় না। নৈতিকতা চন্দ্র-সূর্যের মতন এক চিরস্থায়ী বিষয়। আমাদের জোটের সকলেই এই আইনের ব্যাপারে সহমত। তবে সংসদ কেমনভাবে চলবে, তা কেবলমাত্র শাসক দল ঠিক করে না। বিরোধী দল যদি সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে সুস্থিতির বাতাবরণ রক্ষা করতে না পারে, সংসদ চলতে না দেয়, তাহলে তাদেরকেও মনে রাখতে হবে যে দেশের মানুষ তা প্রত্যক্ষ করছেন। তবে এই বিল পাশ হবে বলে তিনি আশাবাদী এবং নৈতিকতার প্রতি অঙ্গীকার বশতই বিরোধীদেরও অনেকে এই বিলকে সমর্থন করবেন বলে তিনি বিশ্বাস রাখেন।

সিনেমার খবর

প্রেক্ষাগৃহে ‘ওয়ার-২’, সিনেমা ঘিরে দর্শকের উন্মাদনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন থ্রিলার ‘ওয়ার-২’ বৃহস্পতিবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশন এবং দক্ষিণ ভারতের মেগাস্টার জুনিয়র এনটিআর অভিনীত এই ছবিটি দর্শকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

এক দিকে বলিউড তারকা হৃতিকের অনুরাগীরা। অন্য দিকে দক্ষিণী তারকা জুনিয়র এনটিআর-এর ভক্তেরা। প্রথম দিনই ভিড় উপচে পড়েছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবি মুক্তির প্রথম দিনেই অনুরাগীদের উন্মাদনাও প্রকাশ্যে আসে।

ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে এক দর্শক হাত পর্যন্ত কেটে ফেলেন। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। দেখা যাচ্ছে, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে উন্মত্ত দর্শকের ভিড়। তারা হইহই করছেন প্রেক্ষাগৃহের সামনে। এর মাঝেই এক অনুরাগী ব্লেড দিয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলেন। সেই রক্ত দিয়ে জুনিয়র এনটিআর-এর ছবিতে পরিয়ে দিলেন তিলক। তবে ভিডিওটি ঠিক কোন এলাকার, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ছবি মুক্তির আনন্দে অনেকে আবার আতশবাজি পোড়াতে থাকেন। অনেককে আবার নাচানাচি করতে দেখা যায়। তবে রক্ত দিয়ে তিলক পরিয়ে দেওয়া দেখে অবাক নেটিজেনরা। অনেকেই এই বিষয়টিকে অন্ধভক্তি বলেও দাবি করেন। অনুরাগী হিসাবে এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার বিষয়টিকে অর্থহীন বলে মনে করছেন অনেকে। আবার অনেকের দাবি, কম সময়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই সব করছে অনেকে।

‘ওয়ার ২’ ছবিটি নিয়ে সমালোচক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তবে হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআর-এর মুখোমুখি দৃশ্যগুলিই ছবির মূল আকর্ষণ বলে জানা যাচ্ছে। ছবিতে হৃতিকের বিপরীতে অভিনয় করেছেন কিয়ারা আদভানী।

‘ধূমকেতু’র ঝড়: রাত ২টা ও সকাল ৭টার শো হাউসফুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ এক দশক পর পর্দায় ফিরেছে টলিউডের জনপ্রিয় সাবেক জুটি দেব, শুভশ্রী। কৌশিক গাঙ্গুলী পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ধূমকেতু’ মুক্তির পর থেকেই কলকাতায় চলছে তুমুল আলোচনা। মুক্তির আগেই ছবিটি রেকর্ড গড়েছে শো টাইম ও টিকিট বিক্রিতে।

আগে তৈরি হলেও নানা কারণে প্রায় ১০ বছর ধরে আটকে ছিল ছবিটি। অবশেষে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায় ‘ধূমকেতু’, যা কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ওয়ার ২’, ‘কুলি’সহ আলোচিত সিনেমাগুলোকেও পেছনে ফেলেছে। ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়েছে গতকাল রাত ২টায়, আর আজ শুরু হয়েছে সকাল ৭টার শো। বহু বছর পর কলকাতায় কোনো বাংলা সিনেমা মধ্যরাত ও ভোরে শো পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, সকাল ৭টার শোও প্রথম দিনেই হাউসফুল গেছে।

টিকিটের চাহিদা এত বেশি যে হলমালিকদের অতিরিক্ত শো রাখতে হচ্ছে। বুধবার রাত পৌনে ১টায় অভিনেতা দেব তাঁর এক্স (টুইটার) হ্যান্ডলে অনুরোধ করেন, “দয়া করে সিনেমার কোনো স্পয়লার বা কোনো ধরনের ক্লিপিংস সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন না।”

ছবির প্রচারেও ছিল ব্যতিক্রমী আয়োজন। প্রায় এক দশক পর মান–অভিমান ভুলে একসঙ্গে মঞ্চে ওঠেন দেব ও শুভশ্রী। ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে তারা একসঙ্গে নেচেছেন, আড্ডা দিয়েছেন। এর আগে বুধবারই দু’জনে নৈহাটির বড় মার মন্দিরে গিয়ে ছবির সাফল্যের জন্য পূজা দেন। লাল পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামায় ছিলেন দেব, সঙ্গে একই রঙের শাড়ি ও সোনার গয়নায় শুভশ্রী।

যদিও ‘ওয়ার ২’ ও ‘কুলি’র মতো বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, তবু কলকাতার দর্শকের আগ্রহ এখন ‘ধূমকেতু’ নিয়েই। মুক্তির পর ছবিটি বক্স অফিসে কতটা সাফল্য পায়, এখন সেটিই দেখার বিষয়।

ফিট থাকার রহস্য জানালেন শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর কয়েক মাস পরেই ৬০ বছর পূর্ণ করবেন অভিনেতা শাহরুখ খান। তবে তাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই, তিনি এখনও ‘জওয়ান’। শুধু বড় পর্দাতেই নয়, বাস্তবেও বাদশার চেহারায় তারুণ্যের ছোঁয়া স্পষ্ট। কীভাবে এত সুস্থ সবল তিনি? কী এমন খাওয়াদাওয়া করেন তিনি? তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রায়ই।

শাহরুখ কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসেন। তার পাশাপাশি সারা দিন পড়াশোনা করেন। ঘুমোতে যান প্রায় ভোর পাঁচটা নাগাদ। ঘুম থেকে উঠে পড়েন ৯টায়। কীভাবে এতটা সুস্থ থাকেন তিনি?

পুরনো এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ জানিয়েছিলেন, তিনি কোন খাবার সবচেয়ে বেশি খান? অভিনেতা বলেছিলেন, “আমি গ্রিলড চিকেন খেতে খুব ভালবাসি। একেবারে নিরেট মাংস আর তার সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ খাই।”

এর পরেই তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এমন মেদহীন চেহারার জন্য আলাদা করে কী খান? হাসতে হাসতে শাহরুখ বলেছিলেন, ‘কিছুই না’।

তারকা জানান, তিনি খুব মেপেই খাবার খান। সাদা রুটি, সাদা ভাত, মিষ্টি ত্যাগ করেছেন তিনি। বাড়ির খাবারের উপরেই ভরসা করেন তারকা। শুটিং থাকলেও বাড়ি থেকে নিয়ে যান খাবার। তবে শাহরুখ মাছ ও মুরগির মাংসের ভক্ত। তার সঙ্গে তাঁর রোজের খাবারে থাকে অঙ্কুরিত ছোলা। মাঝে মধ্যে সুস্বাদু খাবার খান শাহরুখ।

অভিনেতা বলেন, “তন্দুরি চিকেনের সঙ্গে তন্দুরি রুটি আমার খুবই ভাল লাগে। তন্দুরি চিকেনের নেশা আছে আমার। বছরে ৩৬৫ দিন আমি এই চিকেন তন্দুরি খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। আর মাঝে মধ্যে পাঁঠার মাংস খাই।”

ভারতে খেলতে আসতে পারেন রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ এর সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে গ্রুপ 'ডি'তে পড়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সৌদি ক্লাব আল নাসর। তুলনামূলক সহজ এই গ্রুপে রয়েছে ভারতীয় ক্লাব এফসি গোয়া। এতে করে তাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে পর্তুগিজ তারকা প্রথমবার ভারতে আসতে পারেন।

এএফসির এই টুর্নামেন্টের গ্রুপপর্ব হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে হয়। এফসি গোয়া যেমন আল নাসরের সঙ্গে খেলতে সৌদি আরবে যাবে, তেমনই সৌদির ক্লাবটিকেও ভারতে খেলতে আসতে হবে। তবে সেই দলে রোনালদোর থাকার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। সিআরসেভেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ এর অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে বাধ্য নন। এমনকি ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাকে বাধ্যও করতে পারবেন না। চুক্তির এই শর্ত সত্য হলে রোনালদোর ভারতে খেলতে আসা নির্ভর করবে তার ইচ্ছার ওপর।

তবে ভারতে পর্তুগিজ অধিনায়কের খেলার সম্ভাবনা থাকছেই। রোনালদো না এলেও আল নাসরের হয়ে খেলতে ভারতের মাটিতে দেখা যেতে পারে জোয়াও ফেলিক্স, সাদিও মানে, ও ইনিগো মার্টিনেজের মতো তারকা ফুটবলারদের। গ্রুপ 'ডি'তে আল নাসর ও এফসি গোয়ার অপর সঙ্গীরা হচ্ছে ইরাকের আল জাওরা এফসি এবং তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকলাল।

৩২ দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। এরপর আগামী বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে রাউন্ড অব সিক্সটিন, ৩ মার্চ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল, ৭ এপ্রিল থেকে সেমিফাইনাল ও ১৬ মে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

রক্ষণভাগের শক্তি বাড়াতে জোভান্নিকে আনলো লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্রীষ্মের দলবদলে ব্যস্ত সময় কাটছে লিভারপুলের। একের পর এক খেলোয়াড় কিনেই চলেছে তারা। এবার রক্ষণভাগের শক্তি বাড়াতে পার্মা থেকে তরুণ ডিফেন্ডার জোভান্নি লেহোনিকে দলে টানছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়নরা।

১৮ বছর বয়সী লেহোনির সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি হওয়ার কথা ইতোমধ্যে জানিয়েছে লিভারপুল। চুক্তির মেয়াদ কিংবা আর্থিক দিক সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি ক্লাবটির পক্ষ থেকে। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবর, ইতালিয়ান এই ফুটবলারকে পেতে ২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো খরচ হচ্ছে লিভারপুলের। রক্ষণভাগে অভিজ্ঞ ভার্জিল ফন ডাইক, ইব্রাহিমা কোনাতে ও জো গোমেজের সঙ্গে যোগ দেবেন টিনএজার লেহোনি। গোমেজকে শুক্রবারের ম্যাচে পাওয়া নিয়ে অবশ্য সংশয় রয়েছে। সম্প্রতি অ্যাকিলিসের চোট কাটিয়ে ফিরেছেন তিনি।

লিভারপুল থেকে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড আগেই রেয়াল মাদ্রিদে চলে গেছেন। কিছুদিন আগে অ্যানফিল্ড ছেড়ে বায়ার্ন মিউনিখে পাড়ি জমিয়েছেন লুইস দিয়াস। আরেক ফরোয়ার্ড দারউইন নুনেস যোগ দিয়েছেন সৌদি ক্লাব আল হিলালে।

শূন্যতা পূরণে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সাত কোটি ৯০ লাখ পাউন্ডে ফরাসি ফরোয়ার্ড উগো একিতিকে এবং বায়ার লেভারকুজেন থেকে জার্মান মিডফিল্ডার ফ্লোহিয়ান ভিয়েৎসকে ১০ কোটি পাউন্ডে দলে টেনেছে লিভারপুল। এবারের গ্রীষ্মে অ্যানফিল্ডে আরও যোগ দিয়েছেন ডাচ রাইট-ব্যাক ইয়েরেমি ফ্রিমপং ও হাঙ্গেরির লেফট-ব্যাক মিলোস কেরকেজ।

এশিয়া কাপ দলে জায়গা পাচ্ছেন না শুভমান গিল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপ ২০২৫-এর দলে জায়গা নাও পেতে পারেন ভারতের তারকা ওপেনার শুভমান গিল—এমনই বড় দাবি করেছে টাইমস অব ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন।

সূত্রের খবর, টি-টোয়েন্টি দলে ভারতের নির্বাচকেরা বর্তমানে সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মার ওপেনিং জুটিতেই ভরসা রাখছেন। এই পরিস্থিতিতে গিলের পক্ষে প্রথম একাদশ তো দূরের কথা, স্কোয়াডে জায়গা পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শ্রেয়স আইয়ারও সম্ভবত এশিয়া কাপের দলে থাকছেন না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও জয়সওয়ালকে নাকি নির্বাচকেরা আপাতত লাল বলের ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে বলেছেন।

তবে টেস্টে গিলের পারফরম্যান্স কিন্তু উল্টো চিত্র তুলে ধরছে। সদ্য শেষ হওয়া ইংল্যান্ড সিরিজে ৫ টেস্টে ৭৫৪ রান করে (গড় ৭৫.৪০), চারটি শতরান হাঁকিয়ে তিনি প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন। এই কৃতিত্বের জন্য জুলাই ২০২৫-এ আইসিসি-র মাসসেরা ক্রিকেটারের খেতাবও জিতে নিয়েছেন তিনি—যা তাঁর চতুর্থবারের মতো এই সম্মান।

সাবেক ভারতীয় প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রীও গিলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভরসা রেখেছেন। স্কাই স্পোর্টস-এর এক ভিডিওতে শাস্ত্রী বলেন, গিল অনেকদিন ভারতীয় দলে থাকবে। ওর খেলা রাজকীয়, খুবই মসৃণ এবং দীর্ঘ ইনিংস খেলার ক্ষমতা রাখে। ২৫ বছর বয়সে এমন অভিজ্ঞতা পাওয়া বিরল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR